SEM-IV (GENERAL)

CC PAPER-1D

History of India from 1707-1950

8. ঊনবিংশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলনে রাজা রামমোহন রায়ের অবদান নিরূপণ কর।

Ans. ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে বাংলা তথা ভারতে নবজাগরণের সূত্রপাত হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার যুক্তিবাদী ও উদারনৈতিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিভিন্ন মনীষী ভারতীয় ধর্ম ও সমাজের বিভিন্ন দিকে সংস্কারমূলক আন্দোলন সংগঠিত করেন। রাজা রামমোহন রায় ছিলেন এই আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত।

১৭৭২ সালে রামমোহন বাংলার নবাবদের এক ব্রাহ্মণ কর্মচারীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। অল্পসময়ের মধ্যেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম সম্পর্কে তিনি অগাধ জ্ঞানলাভ করেন। ফলে তাঁর চরিত্রে বহু ধারার এক সমন্বয় হয়েছিল। একদিকে যখন ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ভারতীয় সমাজ-সংস্কারে ক্ষেত্রে অগ্রসর হচ্ছে, তখন রামমোহন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে সমন্বয়ের মন্ত্রে ভারতীয়দের উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন।

১৮১৫ সালে রামমোহন তাঁর বন্ধুবান্ধব ও অনুগামীদের নিয়ে আত্মীয়সভা নামে একটি মতবাদী গোষ্ঠী স্থাপন করেন। এই সভার সদস্যদের মধ্যে

দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, নন্দকিশোর বসু, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সভায় ধর্মীয়, সামাজিক ও অন্যান্য প্রসঙ্গ আলোচিত হত। কয়েক বছর পর আত্মীয় সভার অধিবেশন বন্ধ হয়ে যায়।

রামমোহনের বিভিন্ন ধর্ম-কর্ম প্রয়াসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল হিন্দুধর্মের সংস্কার সাধন ও ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে তিনি বুঝতে পারেন যে একেশ্বরবাদ-ই হল সকল ধর্মের মূল কথা। তিনি ধর্মীয় কুসংস্কার ও মূর্তিপূজার বিরোধী ছিলেন এবং বেদান্তের ওপর ভিত্তি করে একেশ্বরবাদী ধর্মের পুনরুজ্জীবন সাধন করতে চেয়েছিলেন। উপনিষদকে ভিত্তি করে তিনি ব্রাহ্মসমাজ নামক একটি একেশ্বরবাদী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রবর্তন করেন (১৮২৮ সালে)। এই ধর্মসংঘের উদ্দেশ্য ছিল পৌত্তলিকতাবাদ পরিহার করে নিরাকার পরম ব্রহ্মের উপাসনা করা।

হিন্দুধর্মের সংস্কার ও ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা ছাড়াও রামমোহন সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রেও তাঁর স্থায়ী অবদান রেখে গেছেন। সমাজ সংস্কার আন্দোলন ধর্মসংস্কারের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত ছিল। সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টি দুটি বিষয়ে নিবদ্ধ হয় — ① স্ত্রী জাতির প্রতি অবিচার রোধ করা, ② হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্যতা ও বৈষম্য প্রতিরোধ করা, সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর সর্বাপেক্ষা মূল্যবান অবদান হল সতীদাহ প্রথা নিবারণ। এই ব্যাপারে তিনি গভর্নর জেনারেল

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ককে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন এবং ১৮২৯ সালে সতীদাহ-প্রথা আইনত নিষিদ্ধ হয়। রামমোহন সমাজে মহিলাদের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে সোচ্চার হয়েছিলেন এবং বহু-বিবাহ প্রথার তীব্র নিন্দা করেন। ১৮১৭ সালে ডেভিড হেয়ারকে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি সাহায্য করেছিলেন।

সাহিত্য ও সংবাদপত্রের প্রসারকল্পেও রামমোহন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। বাংলাগদ্যে তাঁর মতামত ও শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা ব্যক্ত করেন। বাংলাভাষায় সংবাদপত্রের উন্নতি বিধানের জন্যে তিনি 'সংবাদ কৌমুদী' নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

ভারতবর্ষে স্বাদেশিকতা ও রাজনৈতিক সচেতনতা উন্মেষের ক্ষেত্রে রামমোহন ভারতবর্ষে প্রথম প্রয়াস চালান। ১৮২৩ সালে সংবাদপত্রে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার অধিকার খর্ব করার জন্য সংবাদপত্র-বিধি-পাশ হলে রামমোহন ও কোলকাতার পাঁচজন বিশিষ্ট নাগরিক-এর বিরোধিতা করেন।

এছাড়া প্রজাদের স্বার্থরক্ষা, ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা প্রদান ইত্যাদি ব্যাপারে তিনি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেন। শুধুমাত্র স্বাদেশিকতার উন্মেষ সাধনই নয়, তিনি জাতি বিদ্বেষের বিপক্ষে ছিলেন।

রামমোহনের চিন্তাধারা, কর্মনিপুণ্য ভারতীয় ধর্ম ও সমাজের ক্ষেত্রে যে নবজাগরণের ধারার সৃষ্টি করে, তা সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার আন্দোলনকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এইজন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'ভারতপথিক

বলে অভিনন্দিত করেছেন। তবে রামমোহন প্রকৃত অর্থে কতটা আধুনিকীকরণের প্রচলন করেছিলেন সেই বিষয়ে সম্প্রতি বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রশ্ন তুলেছেন। অধ্যাপক সুমিত সরকার প্রমুখের মতে রামমোহন ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যান্য বরেণ্য মনীষীরা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের কাঠামোর পরিমণ্ডল দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। তাই তাঁদের মানসিকতা ও কার্যকলাপে এই কাঠামোর প্রভাব দেখা যায়।

— ৫ —